আন্তর্জাতিক সেমিনার সিরিজ
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এঁর **"কর্ম ও জীবন"**

অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান
সহ-সভাপতি, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ ও প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা সংস্কারক সমাজহিতৈষী ও তিনি একজন উচ্চ মার্গের আউলিয়া ছিলেন। তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকায় ও অগ্রগামিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার মুসলমানদের ইসলাম ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তিনি শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে ব্রতী হন। তিনি অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছেন এবং ভক্তের পত্রের মাধ্যমে বাড়ী বাড়ী যথাসাধ্য ভ্রমণ করে তার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন। [১]

জন্ম

উপমহাদেশের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর জন্ম সাতক্ষীরা জেলার (তদানীন্তন খুলনা জেলা) নলতা শরীফে ১৮৭৩ সালে ডিসেম্বর মাসের কোন এক শনিবার প্রত্যুষে। [২] তার পিতা মুন্সী মোহাম্মদ মুফিজ উদ্দীন ও দাদা মুন্সী মোঃ দানেশ খুব ধার্মিক, ঐশ্বর্যবান ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। তার জীবন পরিক্রমাকে আমরা চার ভাগে মূল্যায়ন করতে পারিঃ

১।	শিক্ষা জীবন	-	১৮৭৩ - ১৮৯৫
২।	চাকুরী জীবন	-	১৮৯৫ - ১৯২৯
৩।	অবসর জীবন	-	১৯২৯ - ১৯৬৫
৪।	লেখক জীবন তাঁর লেখক জীবন আমরা পাই	-	১৯০৫ - ১৯৬৫ (সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর)

শিক্ষা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন তাঁর পিতামহের একমাত্র পুত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান। ফলে তার শিক্ষার জন্য পিতা ও পিতামহের আপ্রাণ চেষ্টা ও আগ্রহ ছিল। তার বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হতেই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৮৮১ সালে তিনি 'গ-মিতিয়' (বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণীর সমমান) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একটি রূপার মুদ্রা পুরস্কার পান। অতঃপর তিনি ঐ মুদ্রাটি তার শিক্ষককে উপহার দেন। তিনি নলতার মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় হতে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণী অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি (পশ্চিমবঙ্গে) টাকী গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে চতুর্থ (বর্তমান সপ্তম) শ্রেণীতে ভর্তি হন। [৩] ১৮৮৮ সালের শেষভাগে ভবানীপুর কলকাতায় লন্ডন মিশন সোসাইটি ইন্সটিটিউশনে সেকেন্ড ক্লাসে (বর্তমানে নবম শ্রেণী) ভর্তি হন এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ১৮৯০ সালে কৃতিত্বের সাথে এন্ট্রান্স (বর্তমানে এস.এস.সি) পরীক্ষায় পাশ ও বৃত্তি লাভ করেন। তিনি হুগলী কলেজ থেকে ১৮৯২ সালে এফ.এ (বর্তমানে এইচ.এস.সি) এবং ১৮৯৪ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সাফল্যের সাথে বি.এ. পাশ করেন। ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়রে অধীনে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন। [৪]

চাকুরী জীবন

শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে শুরু হয় তাঁর চাকুরী জীবন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ১ আগস্ট, ১৮৯৬ সালে রাজশাহী কলেজিয়টে স্কুলের 'সুপার নিউমারারি' শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদান করেন। তিনি অক্টোবর ১৮৯৬ থেকে মার্চ ১৮৯৭ পর্যন্ত ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী মহকুমার স্কুল সাবইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। ১৮৯৭ সালের ১ এপ্রিল তিনি ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। [৫] এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পদোন্নতি পান বাকেরগঞ্জ উপজেলার ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে। একাধিক্রমে দীর্ঘ ৭ বৎসর তিনি বরিশালে অবস্থান করেন। ১৯০৪ সালে তিনি Subordinate Educational Service থেকে Provincial

Educational Service এ প্রবেশ করেন। তিনিই প্রথম Inspecting Line থেকে Teaching Line এর জন্য মনোনীত হন এবং ১৯০৪ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল এর Head Master নিয়োগ পান। ১৯০৭ সালে তিনি চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর পদে নিযুক্ত হন। ১ এপ্রিল, ১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের Additional Inspector পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে তিনি আবার চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর পদে বদলী হন। চট্টগ্রাম বিভাগে চাকুরীত অবস্থায় তিনি IES (India Education Service) এ অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি ১৯২৪ সালে ১ জুলাই Assistant Director of Public Instruction for Muhammadan পদে নিযুক্ত হন। পাঁচ বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। [৬] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর দীর্ঘ চাকুরি জীবনের সম্পূর্ণটাই কেটেছে শিক্ষা বিভাগে। তার এই দীর্ঘ সময়ের দিনগুলি ছিল বর্ণাঢ্য, পরিশ্রম ও সাফল্যের সমাহার। একজন শিক্ষক থেকে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন হন। এই সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমা ছিল সত্যিই অনন্য। অফিসের প্রতিটি দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনা করাকে তিনি ধর্ম পালনের অংশ হিসেবে মনে করতেন। তিনি যখন যেখানে যে দায়িত্বে থাকতেন সে অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের জন্য সার্বিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। পাশাপাশি সমাজ সংস্কার তথা সমাজের যথাসাধ্য উন্নয়নের প্রতিও তিনি ছিলেন সচেষ্ট। আধ্যাত্মচর্চা ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের প্রতি বাল্যকাল থেকেই তার প্রবল আকর্ষণ খুবই লক্ষণীয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) বাংলা জাতিসত্ত্বার প্রবক্তা, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার ধারক ও বাহক ছিলেন। তিনি বাংলার মুছলিম জাতিসত্ত্বারও একজন নিবেদিত পথপ্রদর্শক ছিলেন।

রাজবাড়ীর অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর থাকাকালীন পায়ে হেঁটে তিনি মফস্বলে স্কুল পরিদর্শন করতেন। কখনো কখনো তাঁকে রমজান মাসে প্রায় ২০ মাইল পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে। তিনি রাজশাহীতে অবস্থান কালে মুছলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেন। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে এবং সংগ্রামের মাধ্যমে মুছলমান ছাত্রদের জন্য তিনি দ্বিতল ছাত্রাবাস 'ফুলার হোস্টেল' প্রতিষ্ঠা করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর চাকুরি জীবনের একটা বর্ণালী অধ্যায় কেটেছে চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় ইন্সপেক্টর পদে। চট্টগ্রামের দায়িত্বভার গ্রহণ করার কিছু দিনের মধ্যেই বিভাগীয় কমিশনারের সুন্দর প্রস্তাব অনুসারে সদরের সরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোর আবশ্যকতা অনুয়ায়ী স্থান পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়। তিনি ছিলেন সেই কমিটির সেক্রেটারি। এক বৎসরের বেশি সময় ধরে কাজ করে তিনি কমিটির কার্য্যকরী রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। বিভাগীয় কমিশনার তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে দু'টি গ্রেড অতিক্রম করে বেতন বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেন। চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট ও খুবই আন্তরিক। কর্তৃপক্ষও ছিল খুবই তার প্রতি আস্থাশীল। এসময় চট্টগ্রাম বিভাগে যে অর্থ ব্যয় হত অন্য সব বিভাগে একত্রে সে অর্থ ব্যয় হত না। তার প্রচেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে যোগদানের পর পরিদর্শন বিভাগে দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তার অভাব পরিলক্ষিত হয় বলে একটা রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষানীতি

মহামনীষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তি বাংলার মুছলিম ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় ও মাইলফলক। এই দায়িত্ব প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুছলিম শিক্ষার শিক্ষানীতি, শিক্ষা সংস্কার ও উন্নতি এবং প্রসারের গুরু দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। তিনিও তার মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও নিষ্ঠার সাথে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। মুছলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণে এবং অগ্রগতি সাধনের অনুকূলে উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে তার ভূমিকা ছিল অসাধারণ ও অগ্রগণ্য। নতুন দায়িত্বে যোগদানের পরপরই তিনি দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কলকাতার মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবি ছিল খুবই যৌক্তিক ও দীর্ঘদিনের। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যেই মুছলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামিয়া কলেজ। ইসলামিয়া কলেজ ছাড়াও তিনি বহু স্কুল, কলেজ ও হোস্টেল প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নের সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। চট্টগ্রামে তারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম মুছলিম হাইস্কুল। ১৯২৮ সালে মোছলেম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অবদান প্রশংসনীয়। এছাড়াও তার প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে মুছলিম হাইস্কুল, চট্টগ্রাম (১৯০৯), মাধবপুর শেখ হাই স্কুল,

কুমিল্লা (১৯১১), রায়পুর কে.সি হাই স্কুল (১৯১২), চান্দিনা পাইলট হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯১৬), কুটি অটল বিহারী হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া (১৯২০), চন্দনা কে.বি হাই স্কুল, কুমিল্লা (১৯২০), চৌদ্দগ্রাম এইচ.জে পাইলট হাই স্কুল (১৯২১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর কিছু বিশেষ অবদান নিচে উদ্ধৃত করা হলো-

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে দারুণ বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তা বিবেচনার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) উক্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন এবং তিনি এর আবশ্যকতা সমর্থন করেন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জোর সুপারিশ করেন।

- সরকার মুছলিম শিক্ষার ভার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর হাতে ন্যস্ত করেন। ফলে বহু মক্তব, মাদ্রাসা, মুসলিম হাইস্কুল এবং কলেজ তারই তত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অমুছলিম স্কুলে মুছলিম শিক্ষকের নিযুক্তি এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের মুছলিম কর্মচারী নিয়োগও তখন তার হাতেই ন্যস্ত ছিল।

- মুছলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ধারা নির্দিষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর বৃত্তি বণ্টনের পূর্বে তার মতামত গ্রহণ করা হত।

- মুছলিম লেখকদের পাঠ্যপুস্তক লেখার সুযোগ দেওয়া হয়। পূর্বে যে সকল লেখক ও পুস্তক অনাদৃত বলে বিবেচিত হত। তা সরকারি সহায়তায় ও ব্যবস্থায় সমাদৃত হতে থাকে। অল্প সময়রে মধ্যে পুস্তক প্রকাশনা ও লেখকদের অবস্থা আশাতীত উন্নতি লাভ করে।

- মুছলিম সাহিত্যের বিপুল প্রসার লাভ করে। মুছলিম সাহিত্যিকগণ নতুন প্রেরণা পান।

- বৈদেশিক শিক্ষার জন্য মুছলিম ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি সাহায্য প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

- টেক্সটবুক কমিটিতে মুছলিম সদস্য নিযুক্ত হয় ও মুছলিম পাঠ্যে ইসলামী শব্দ প্রয়োগ হতে থাকে।

- মুছলিম মহিলাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

- এই সুযোগের ফলে তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্য নির্বাচন ও মুছলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য একমাত্র মুছলিম লেখকের প্রণীত পুস্তক প্রচলনের নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং সরকারের অনুমতি নেন। প্রত্যেক মুছলিম বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকের জন্য মুছলিম রচিত পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এসময় মখদুমী লাইব্রেরী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি ও পরে ইসলামিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার ফলে মুছলিম শিক্ষার প্রসার লাভ করে ও সুদূর গ্রামগঞ্জেও এর প্রসার বিস্তার লাভ করে। এর ফলে শিক্ষানীতির সফল বাস্তবায়নে রূপ উন্নীত হয়। শিক্ষানীতি প্রণয়নে মখদুমী লাইব্রেরীর অবদান অনস্বীকার্য।

মখদুমী লাইব্রেরী

মুছলিম শিক্ষা ও সাহিত্য বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ 'মখদুমী লাইব্রেরী ও আহ্ছানউল্লা বুক হাউজ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা। মখদুমী লাইব্রেরীর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনেক মুছলমান লেখক সৃজনশীল লেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। বহু সাহিত্যিক, লেখক, কবি এই লাইব্রেরীর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। তৎকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ আনোয়ারা ও বিষাদ সিন্ধু এই লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও এই লাইব্রেরি থেকে কাজী নজরুল ইসলামের 'জুলফিকার', 'বনগীতি', 'কাব্য আমপারা', খ্যাতনামা কথাশিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দিনের 'পরিত্যক্ত স্বামী' , সৈয়দ আলী আহছানের 'নজরুল ইসলাম', শেখ হাবিবুর রহমানের 'বাঁশরী', 'নিয়ামত' প্রভৃতি বই প্রকাশিত হয়। [৭] এই লাইব্রেরি থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয় অনেক নতুন লেখকদের লেখা গ্রন্থও এখান থেকে প্রকাশিত হয়। মখদুমী লাইব্রেরীর কার্যক্রম তৎকালীন মুছলিম সমাজে সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে একটি দ্রুত ও মৌলিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ ও সার্থক হয়েছিল।

শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংস্কারসমূহ

- তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেকের মতে কিছুটা সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান থাকায় হিন্দু ও মুছলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব হতো।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)-এর প্রচেষ্টায় প্রথমে অনার্স ও পরে এম.এ পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে ক্রমিক নং (Roll No.) লেখার রীতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে আই.এ এবং বি.এ পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি ক্রমান্বয়ে রহিত করা হয়।

- সে সময় কিছু হাই স্কুল ও Intermediate মাদ্রাসা থেকে পাশ করে ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেত না। উক্ত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করেন।
- তৎকালীন সব স্কুল ও কলেজে তিনি মৌলবীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলবীর বেতনের বৈষম্য রহিত করেন।
- তখন উর্দুকে Classical Language হিসাবে গণ্য করা হত না। ফলে পশ্চিমবঙ্গের উর্দু ভাষী ছাত্রদের অসুবিধা হত। তারই প্রচেষ্টায় উর্দু সংস্কৃতির স্থান অধিকার করে।
- মুছলিম ছাত্রদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল ও মুছলিম ইন্সটিটিউট কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাফল্য ও পুরস্কার

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তার কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বীকৃতি অল্প সময়ের মধ্যেই অর্জন করেন। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাকে **'খানবাহাদুর'** উপাধি প্রদান করেন। [৮] তিনি চাকুরিতে প্রবেশের মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যে এই সাফল্য অর্জন করেন। ১৯১১ সালে তিনি MRSA (Royal society for the encouragement of arts, manufactures & commerce) এর সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ১৯১৯ সালে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস (I.E.S) ভুক্ত হন। মুছলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম (I.E.S) ভুক্ত হন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুছলিম সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এক দশকেরও বেশি সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের (বর্তমান সিনেট) সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিলগ্নে ডঃ নাথান সাহেবের অধীনে Teaching কমিটির সদস্য ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট ও বহুমুখী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলা একাডেমী তাকে ১৯৬০ সালে সম্মানসূচক 'ফেলোশিপ' প্রদান করেন। সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কৃতিতে বিশেষ করে দীন প্রচারের কাজে অবদানের জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ তাকে ১৪০৪ হিজরীতে মরণোত্তর পুরস্কারে ভূষিত করে।

তার জীবনের দুটি অমর সৃষ্টি 'নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন' যা প্রথমে ১৯৩৫ সালে ১৫ই মার্চ নলতা গ্রামেই স্থাপিত হয়। যার বয়সকাল এখন ৮৬ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলছে। আর 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ সালে ঢাকা আরমেনিটোলায় উন্মোচিত হয় যার বয়সকাল প্রায় ৬৩ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলছে।

দুটি মিশনের মূলমন্ত্র হচ্ছে- "স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা"।

মিশনের লক্ষ্য

১. সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নত করা।

২. মানুষে পার্থক্য কমিয়ে আনা।

৩. মানুষে একতা ও ভ্রাতৃত্বের বিকাশ সাধন ও আত্মিক প্রেমে উদ্দীপ্ত করা।

৪. প্রত্যেককে নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করা এবং অহংকার পরিহার করতে শিক্ষা দেয়া।

৫. প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক স্বীকার ও উপলব্ধি করতে সক্ষম করা।

৬. প্রত্যেককে স্রষ্টার প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করা।

৭. নিপীড়িত মানব গোষ্ঠীর প্রতি যথাসাধ্য সাহায্য সহযোগিতা করা।

আমার প্রাণ প্রিয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) তাঁর 'জীবন ধারায়' বলেছেন- "আমার জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য সকল শ্রেণীকে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করিয়া মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধন।"/ সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নত করা।

মানবশ্রেষ্ঠ, অলিশ্রেষ্ঠ, রছুলশ্রেষ্ঠ শফিয়োল ওমাম হজরত আহম্মদে মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লেল্লাহু আলাইহে ওছাল্লামের ছুন্নত পালন আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

"তাঁহারই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক আত্মাকে প্রেম দ্বারা সন্জীবিত করা ও একতা, সমতা ও মৈত্রী বন্ধনে সকল আত্মাকে আবদ্ধ করত বিশ্ব শান্তির সৃষ্টি করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য।" প্রত্যেককে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক স্বীকার ও উপলব্ধি করতে সক্ষম করা। প্রত্যেককে স্রষ্টার প্রতি এবং মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করা।

"শিক্ষা দেওয়া মিশনের লক্ষ্য। ঈর্ষা, দ্বেষ, অহংকার, হিংসা বৃত্তিকে দমন করিয়া রুহের শক্তি প্রসার করাই মিশনের উদ্দেশ্য। সমাজ মধ্যে শান্তি সৃষ্টি করা মিশনের অন্যতম লক্ষ্য।"

"আমি চরিত্র গঠনকে এবাদতের প্রধান অঙ্গ মনে করি। যার চরিত্র গঠিত নয়, তার এবাদত বেকার।"

"কেবল অর্থকরী বিদ্যা দ্বারা জীবন-সমস্যার সমাধান হয় না। আধ্যাত্মিক শিক্ষার আবশ্যক। কেবল অর্থ মানুষকে উন্নত করিতে পারে না। আত্মার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। মানবতাই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া চাই।"

[আমার জীবন ধারা]

শরীয়ত আমার শরীর আর তরীকত আমার প্রাণ। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য বিশ্বকে জানাইতে আমি উদ্গ্রীব।

মিশন প্রতিষ্ঠাতার গুজারেশ (১৯৬২) তিনি বলেছেন-

"আপনাদের নিকট আমি সম্মানের প্রার্থী নই। আমি প্রার্থী আপনাদের মঙ্গলের, আপনাদের শান্তির, আপনাদের আনন্দের। আমি চাই আপনাদের খেদমত করিতে, আমি চাই আপনাদের কল্যাণের জন্য স্বীয় স্বার্থ, স্বীয় সুখ, স্বীয় গৌরব বিলাইয়া দিতে।"

"আপনারা কর্মী হউন, তর্ক ও বক্তৃতা ভুলিয়া যান, সারা বিশ্বকে সেবা করুন। হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতাকে বিসর্জন দিয়া শ্রমিকের সাজ লইয়া তরীকতের শৃঙ্খলে সবাইকে বন্ধুভাবে আবদ্ধ করিয়া সমাজকে গৌরবান্নিত করুন।"

আমার প্রিয় আহ্ছানিয়া পরিবারের সবার কাছে উদ্দাত্য আহ্বান আসুন আমরা উক্ত বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে মিশনের কাজে আত্মনিয়োগ করি ও মিশনের মূলমন্ত্র ধরে সমাজের ও জগতবাসীর উন্নতীর ব্রতী হই। আমাদের মূল বয়স ৮৬ বৎসর পার হচ্ছে এবং ঢাকার প্রায় ৬৩ বৎসর পৌছেছে। অনেক বয়স আমরা পার করছি আর দেরী নয় এখনই উত্তম সময় মিশনের কাজ মন, প্রাণ, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে উন্নতি বিধান করা। আমরা আমাদের প্রাণ প্রিয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এঁর শিক্ষা, দীক্ষা, মিশন এবং ভিশন আমাদের বাঙালী জাতিসত্ত্বার মাঝে তথা বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান ও সারাবিশ্বে প্রচার এবং প্রসার কাজে আসুন জরুরীভাবে আত্মনিয়োগ করি।

গ্রন্থ সহায়িকা

- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ, ড. গোলাম মঈনুদ্দিন সম্পাদিত
- বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৯৬, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন
- আমার জীবন ধারা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা
- বার্ষিক রিপোর্ট ১৯৬২, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এর জীবন ও কর্ম, এ এফ এম এনামুল হক
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : বিশ্বাস ও জীবন দর্শন, ড. গোলাম মঈনুদ্দিন সম্পাদিত
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থাবলী, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা ও সমাজ চিন্তা, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

রচিত গ্রন্থ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) নিজেই ১০৫টি পুস্তক রচনা করেন যার মধ্যে- জীবনী বিষয়ক- মুছলমানদের হারানো ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চেতনার পূনর্রুদ্ধার বিষয়ক- কোরআন ও হাদিছ, ইতিহাস, বিভিন্ন ধর্ম্মের উপর আলোচনা, ইছলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও বিধান, শিশু সাহিত্য, ভাষা ও সাহিত্য, শিক্ষা, ভ্রমণ কাহিনী, বিবিধ বিষয় যথা- ছুফীতত্ব ও ছুফীমতাদর্শ, ভক্তের পত্রাবলী গুরুত্বপূর্ণ।

হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) এর গ্রন্থ তালিকা

ক) ইছলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও ইছলামী বিধান

১. ইছলাম ও জাকাত
২. আল ইছলাম
৩. ইছলামের মহতী শিক্ষা
৪. মহাপুরুষদের অমীয় বাণী
৫. আরবী দোয়া
৬. দোয়া ও দরুদ
৭. নামাজশিক্ষা
৮. নামাজেরছুরা
৯. পাঁচ ছুরা
১০. বাংলা মৌলুদ শরীফ
১১. মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য
১২. কোর্আনের বাণী ও একত্ববাদ
১৩. কোর্আনের শিক্ষা
১৪. কোর্আনের সার
১৫. কোর্আন ও হাদিছের আদেশাবলী
১৬. বাংলা হাদিছ শরীফ (১ম খণ্ড)
১৭. বাংলা হাদিছ শরীফ (২য় খণ্ড)
১৮. হজরতের বচনাবলী
১৯. হাদিছ গ্রন্থ
২০. The Holy Qur-An on Jews and Christians

খ) তাছাওয়াফ ও দর্শন

১. ভক্তের পত্র
২. প্রেমিকের পত্রাবলী
৩. তরীকত শিক্ষা
৪. গীত গুচ্ছ
৫. আমার শিক্ষা ও দীক্ষা
৬. ছুফি
৭. সৃষ্টি-তত্ত্ব
৮. ইছলামের বাণী ও পরম হংসের উক্তি
৯. বিভিন্ন ধর্ম্মের উপদেশাবলী
১০. অমীয় বাণী
১১. ইরশাদে মুরশীদ
১২. স্মৃতি-লিপি
১৩. আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ
১৪. আহ্ছানিয়া মিশনের মূলনীতি
১৫. Motto of the Mission

গ) জীবনী

১. আউলিয়া চরিত
২. আমার জীবন-ধারা
৩. আল ওয়ারেছ
৪. ইবনে ছউদ
৫. ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ
৬. ইছলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)
৭. ইছলাম নবী
৮. কুতবুল আকতাব হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ
৯. ছেলেদের মহানবী
১০. দরবেশ জীবনী
১১. পেয়ারা নবী
১২. বিশ্ব শিক্ষক
১৩. মহর্ষি রুমি (হজরত মহর্ষি রুমি আলাইহের রহমত)
১৪. মহানবীর কথা
১৫. মোস্তফা কামাল
১৬. হজরত মুহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অছাল্লাম)
১৭. হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ্ (সংক্ষিপ্ত জীবনী)
১৮. হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (অনুবাদ)
১৯. Al-Waris

ঘ) ইতিহাস

১. আমাদের ইতিহাস
২. ইছলামের ইতিবৃত্ত
৩. ইছলামের দান
৪. ইতিবৃত্ত
৫. পুরাবৃত্ত
৬. বিশ্ব মুছলিম রাষ্ট্রসমূহ
৭. ভারতের ইতিহাস (ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস সম্বলিত)
৮. মুছলিম জাহান (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
৯. মধ্য ও দূর প্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১০. মোছলেম জগতের ইতিহাস
১১. রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা (১ম খণ্ড রাজর্ষি আওরঙ্গজেব)
১২. রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা (২য় খণ্ড পাকিস্তান)
১৩. ছউদী আরব
১৪. History of the Muslim World
১৫. হেজাজ ভ্রমণ

ঙ) শিক্ষা, পাঠ্যপুস্তক ও শিশু সাহিত্য

১. টীচারস ম্যানুয়েল
২. শিক্ষা-ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান
৩. বঙ্গভাষা ও মুছলমান সাহিত্য
৪. নীতিও ধর্ম্ম শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন
৫. পদার্থ শিক্ষা
৬. মানবের পরম শত্রু
৭. প্রাইমারী সাহিত্য ১ম ভাগ
৮. প্রাইমারী সাহিত্য ২য় ভাগ
৯. প্রাইমারী সাহিত্য ৩য় ভাগ
১০. প্রাইমারী সাহিত্য ৪র্থ ভাগ
১১. বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)
১২. বাংলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)
১৩. বাংলা সাহিত্য (৩য় খণ্ড)
১৪. বাংলা সাহিত্য (৪র্থ খণ্ড)
১৫. মক্তব সাহিত্য (১ম খণ্ড)
১৬. মক্তব সাহিত্য (২য় খণ্ড)
১৭. মক্তব সাহিত্য (৩য় খণ্ড)
১৮. ইছলাম সোপান ১ম খণ্ড
১৯. ইছলাম সোপান ২ম খণ্ড
২০. ইছলামী তালীম ১ম খণ্ড
২১. ইছলামী তালীম ২ম খণ্ড
২২. তালিমী দীনিয়াত
২৩. দীনিয়াত প্রথম ভাগ
২৪. দীনিয়াত দ্বিতীয় ভাগ
২৫. দীনিয়াত তৃতীয় ভাগ
২৫. দীনিয়াত চতুর্থ ভাগ
২৬. প্রথম পড়া
২৭. Child's Grammar
২৮. First Book of Translation
২৯. Modern Primer (For Class Two)
৩০. Modern Primer (For Class Three)
৩১. Modern Empire Primer (For Class Two)
৩২. Modern Empire Primer (Anglo Urdu) (For Class Two)
৩৩. Modern Empire Primer (Anglo Bangla) (For Class Three)
৩৪. Second Book of Translation
৩৫. The Reader
৩৬. The Primer